যুগান্তর

৩০/১০/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক

এদেশের যে কোন দুঃসময়ে বা ক্রান্তিকালে ছাত্ররাই সবার আগে এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সমাজকে একটি সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ছাত্ররাই। এদেশে যখন শিক্ষার হার কম ছিল তখন শিক্ষিত ছাত্রসমাজকে দেশের সবচেয়ে অগ্রসর এবং সচেতন অংশ বলে মনে করা হতো। ফলে রাজনৈতিক বিকাশে তাদের ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু সে অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আজ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাসের সবচেয়ে অধিক বিস্তার ঘটেছে ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাসকে শুধু একটি জাতীয় সংকট হিসাবে চিহ্নিত করে নয় বরং সন্ত্রাস দমনকে প্রধান কাজ বলে ঘোষণা করেছে। অথচ সর্বপ্রথমেই সন্ত্রাসের কালো থাবা প্রসারিত হয়েছে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে। নির্বাচনের পরদিন থেকেই ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো দখল করে ফেলে। যেখানে পুরনো দখলদাররা প্রতিরোধ করেছে সেখানেই অনিবার্যভাবে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। একই সন্ত্রাসী দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও নতুন করে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে শিক্ষার কার্যক্রম ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশের অনেক বিদগ্ধজন ছাত্র রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

ফখরুল মুন্না
জিগাতলা, ঢাকা